

سُورَةُ النُّنُلِ مَكِّيَّةٌ

২৭-সূরা আন্ নামুল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৪ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তা সীন । এইগুলি হইতেছে কুরআন এবং সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত,

طَسَّ بِكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ②

৩। যাহা মো'মেনদের জন্য পূর্ণ হেদায়াত এবং শুভসংবাদ,

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ③

৪। যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ।

الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ④

৫। নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমরা তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের জন্য সুন্দর করিয়া দেখাই, সুতরাং তাহারা অন্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

فَهُمْ يَنْهَوْنَ ⑤

৬। এই সকল লোকের জন্য নিকট শাস্তি আছে এবং তাহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

هُمْ الْأَخْسَرُونَ ⑥

৭। এবং নিশ্চয় তোমাকে কুরআন প্রদান করা হইতেছে পরম প্রজাময় সর্বজানীর নিকট হইতে ।

وَإِنَّا لَنَكْتُبُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑦

৮। (স্মরণ কর) যখন মুসা নিজ পরিবারবর্গকে বলিল, 'নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখিয়াছি । আমি উহা হইতে তোমাদের নিকট শীঘ্রই কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনিব, অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অংগার আনিব যেন তোমরা আগুন পোহাইতে পার ।'

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَ لَكُمْ

مِنْهَا بِخَيْرٍ أَوْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ قَبِيصٍ لَّعَلَّكُمْ

تَضَلُّونَ ⑧

৯। অতঃপর যখন সে সেই আগুনের নিকট আসিল, তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, 'বরকতমণ্ডিত করা হইয়াছে তাহাকে যে আগুনের মধ্যে আছে এবং তাহাদিগকেও যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে, এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ অতি পবিত্র;

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ

مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑨

১০। হে মুসা! প্রকৃত কথা এই যে, নিশ্চয় আমি আলাহ্, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়;

يُنَوِّسِي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْمُنِزِّلُ الْحَكِيمُ

১১। এবং তুমি ভোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে নড়িতে দেখিল যেন উহা একটি ছোট সাপ, তখন সে পিছনের দিকে ছুটিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না; (তখন আমরা বলিলাম) 'হে মুসা! ভয় করিও না; নিশ্চয় আমি এমন সত্তা যে, আমার দরবারে রসূলগণ ভয় করে না;

وَأَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَأَاهَا نُهْزًا كَانَهَا جَاءًا وَرَأَى الْمُرْسَلُونَ
مُذْهِبًا وَلَمْ يَعْزُبْ يُونُسُ لَأَنْ يُخَفَّ إِنِّي لَا يَخَافُ
لَدَى الْمُرْسَلُونَ

১২। কেবল সে বাতিরেকে যে যুলুম করিয়া বসে, অতঃপর মন্দকর্মের পরিবর্তে সংকর্ম করে (তাহার প্রতি) আমি জ্ঞাতীভূতামাশীল, পরম দয়াময়;

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَكَرِهْنَاهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

১৩। এবং তুমি স্বীয় হস্তকে নিজ বঙ্গল প্রবিষ্ট কর, উহা গুহ্র হইয়া নির্দোষরূপে বাহির হইবে, ইহা ফেরাউন ও তাহার জাতির জন্য নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; নিশ্চয় তাহারা এক সীমান্বনকারী জাতি।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ
سُوءٍ فِي ثِيَابٍ بَارِئَةٍ إِلَىٰ رُءُوفٍ وَأَرْوَاحٍ لَّهُمْ
كَأَنَّا قَوْمٌ مِّنْ مَّوَدِّينَ

১৪। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের দৃষ্টি উল্লোচনকারী নিদর্শন আসিল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْجَرَةً قَالُوا هَذَا إِلَهُ مَرْيَمَ
بَدَّلَتْ بَيْنَهُنَّ أَنْفُسَهُنَّ يَوْمَ هُنَّ لَهَا مَلَأَتْ
بِغَيْبٍ مِّنْ مَّوَدِّينَ

১৫। এবং তাহারা যুলুম ও অহংকারপূর্বক ঐশ্বরিক প্রত্যাখ্যান করিল, অথচ তাহাদের হৃদয় উহাদের (সত্যতার) উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়াছিল; অতএব দেখ, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَاسْطَقْنَا أَنْفُسَهُمْ ظَالِمًا مَّظْلُومًا
فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

১৫)
১৬

১৬। এবং নিশ্চয় আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; এবং তাহারা উভয়েই বলিল, 'সকল প্রশংসা আলাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে তাহার বহু মো'মেন বান্দা হইতে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন।'

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ

১৭। এবং সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইল। এবং সে বলিল, 'হে লোকসকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদেরকে প্রত্যেক প্রকারের (আবশ্যকীয়) বস্তু দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা তাহার প্রকাশ্য অনুগ্রহ।'

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْفَضْلُ الْبُيِّنُ

১৮। এবং (একদা) সোলায়মানের সম্মুখে জিম্ম ও ইনসান এবং পক্ষীকুল হইতে তাহার সেনাদল একত্রিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হইল,

وَحَشَرَ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

১৯। এমন কি যখন তাহারা নাম্বলের উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক নামলীয় বলিল, 'হে নামলীয়রা! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সোলায়মান ও তাহার সেনাদল তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে।'।

২০। তখন সোলায়মান তাহার কথায় মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমার নেমামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারি, যাহা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়াছ এবং যেন এমন সংকর্ষ করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর এবং তুমি নিজ রহমত দ্বারা আমাকে তোমারই নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর।'।

২১। এবং সে পক্ষীকুলের পরিদর্শন করিল এবং বলিল, 'বাপার কি, আমি যে হৃদহৃদকে দেখিতেছি না, সে কি (জানিয়া বুলিয়া) অনুপস্থিত আছে?'

২২। নিশ্চয় আমি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব অথবা যবহ করিব, আর না হয় সে আমাকে (অনুপস্থিতির) উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে।'।

২৩। অতঃপর সে স্বল্পক্ষণই অবস্থান করিল, (ইতিমধ্যে হৃদ-হৃদ উপস্থিত হইল) এবং সে বলিল, 'আমি এমন এক বিষয় অবগত হইয়াছি যাহা আপনি অবগত হন নাই এবং সে বলিল, 'আমি আপনার নিকট সাবা হইতে এক নিশ্চিত সংবাদ আনিয়াছি,

২৪। আমি এক রমণীকে তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সব কিছুই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার একটি বিরাট সিংহাসন আছে;

২৫। আমি তাহাকে ও তাহার জাতিকে আল্লাহর পরিবারে সূর্য্যক সেজদা করিতে দেখিয়াছি এবং শয়তান তাহাদের কার্যাবলীকে তাহাদের নিকট সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, ফলে তাহারা হেদায়াত পাইতেছে না—

২৬। (এবং তাহারা বদ্ধ পরিকর) যে, তাহারা আল্লাহকে সেজদা করিবে না, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন; বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সব কিছুই তিনি জানেন;

كَانَ إِذَا أَكَلُوا عَلَى رَأْسِ التَّنْبَلِ قَالَتْ نَسْلَةُ يَأْتِيهَا
التَّنْبَلُ اذْخُلُوا مِنْكُمْ لَكُمْ لَا يَخْطِئُكُمْ سَلِيمٌ
وَجُودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ①

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اؤْزِغْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَتِي
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ②

وَتَقَفَّذَ الظُّفَرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى هُذًى
أَمَرَكَ مِنَ الْغَائِبِينَ ③

وَوَيْلٌ لَكَ عَبْدًا شَدِيدًا أَوَّلًا لَذَبْحَتَهُ أَوْ
يَا تَبَيَّنَ يُسْلُطِي مُبِينًا ④

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ حِطُ بِهِ
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنْتًا تَوْفِينِ ⑤

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُورِيَتْ مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ⑥

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ
عَنِ الشَّيْءِ لِقَوْمٍ لَا يَهْتَدُونَ ⑦

أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّ فِي السَّحَابِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُنْهَوْنَ ⑧

৪-দ্রাক্ষা

২৭। আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

২৮। সে বলিল, 'আমরা অবশ্যই দেখিব, তুমি বলিতেছ অথবা তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

قَالَ سَتَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

২৯। তুমি আমার এই পত্রটি লইয়া যাও এবং ইহা তাহাদের সম্মুখে পেশ কর, অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেখ তাহারা কি উত্তর দেয়।

إِذْ هَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝

৩০। সে (রাগী) বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমার সম্মুখে একটি সন্মানিত পত্র পেশ করা হইয়াছে;

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أِيَ الْبَيْتِ الْكِبَرِيِّ ۝

৩১। ইহা সোলায়মানের নিকট হইতে, এবং ইহা আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

৩২। (ইহাতে বলা হইয়াছে) যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিও না, এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার নিকট আস।'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَفْئِدَتِهِمْ وَأُولَٰئِكَ يُسَلِّمُونَ ۝

৩৩। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমরা আমার বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার সম্মুখে (পরামর্শ দেওয়ার জন্য) হাযির হও, আমি কখনও কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করি না।'

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا خَلْفَهُ تَشْهَدُونَ ۝

৩৪। তাহারা বলিল, 'আমরা অতি শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু আদেশ দান করা আপনার কাজ; সূতরাং চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনি কি আদেশ দিবেন।'

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَىٰ بِأَمْرِكَ وَأُولَٰئِكَ أَشْدُّ بِكَ ۝

৩৫। সে বলিল, 'বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং উহার অধিবাসীদের মধ্যে সন্মানিত ব্যক্তিদিগকে লাক্ষিত করে। এবং তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে;

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا آيَةً أَهْلِهَا أُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ ۝

৩৬। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকট উপটৌকন পাঠাইব, অতঃপর দেখিব যে আমার দূতগণ কি (উত্তর) লইয়া আসে।'

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝

৩৭। অতঃপর, যখন দূতগণ সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করিতে চাহ? তাহা হইলে (সম্মরণ রাখ যে) আল্লাহ আমাকে যাহা দিয়াছেন উহা তোমাদিগকে তিনি যাহা দিয়াছেন

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِي فَمَا آتَيْتُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَّا أَنْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ يَكْفُرُونَ ۝

২
[১৭]
১৭

তাহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম তথাপি মনে হয় যে তোমরা তোমাদের উপটৌকনে গর্বিত;

৬৮। তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও (এবং বল) যে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এমন এক বড় সৈন্য বাহিনী লইয়া আসিব যে তাহারা উহার মোকাবিলা করিতে সমর্থ হইবে না এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে তথা হইতে অপদস্থ করিয়া বাহির করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে হেয় হইতে হইবে।'

৬৯। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমাদের মধ্য হইতে কে আছে যে তাহারা অন্তর্গত হইয়া আমার নিকট হাযির হওয়ার পূর্বে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে ?

৮০। জিম্মদের মধ্য হইতে এক শক্তিশালী সরদার বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট লইয়া আসিব এবং নিশ্চয় আমি এই কাজ করিতে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'

৮১। (ইহাতে) সেই ব্যক্তি যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল বলিল, 'আমি আপনার নিকট ইহা আপনার চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই লইয়া আসিব।' অতঃপর যখন সে (সোলায়মান) উহাকে নিজের সম্মুখে সংস্থাপিত দেখিল, তখন সে বলিল 'ইহা আমার প্রভুর এক অনুগ্রহ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি তাহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, না অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; এবং যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে নিজের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক যসৌম সম্পদশালী, পরম দাতা।'

৮২। সে বলিল, 'তোমরা (এই সিংহাসনকে অধিক সূন্দর কর এবং) তাহার (রানীর) সিংহাসনকে তাহার জন্য সাধারণ—তুচ্ছ করিয়া দেখাও, আমরা দেখিব যে, সে হেদায়াত পায় অথবা প্রসকন লোকের অন্তর্গত হয় যাহারা হেদায়াত পায় না।'

৮৩। অতঃপর যখন সে আসিল তখন বলা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই?' সে বলিল, 'মনে হয় ইহা যেন উহাই। আসলে আমাদের ইহার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং আমরা (পূর্বেই) আশ্চর্যমগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম।'

إِذْجَعِ الْيَتِيمَ فَلْيَتَّيِبْهُمْ يَجُودٌ لَا يَمَكُ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا إِذْ لَهُ وَهُمْ صَغِيرُونَ ۝

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا ائْتِكُمْ يَا تَيْبِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ
يَأْتُوْكَ مُسَيِّبِينَ ۝

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ أَمِينٌ ۝

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ
قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِيْ رَبِّيْ يُبَلِّغُوْنِيْهِ ءَآشْكُرُ أَم
أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَكُوْنُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ رَبِّيْ عَنِّيْ كَرِيْمٌ ۝

قَالَ تَكُوْدُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيْ أَمْ تَكُوْنُ
مِنَ الْذٰلِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ
وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسَيِّبِينَ ۝

৪৪। এবং আল্লাহর পরিবর্তে সে যাহার ইবাদত করিত উহা হইতে সে তাহাকে বিরত রাখিল, নিশ্চয় সে কাফের জাতির অন্তর্গত ছিল।

৪৫। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি এই মহলে প্রবেশ কর।' যখন সে উহা দেখিল তখন উহাকে সে এক চেউ-খেলানো গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে নিজের পায়ের নলাদ্বয় হইতে কাপড় উঠাইয়া লইল। সে (সোলায়মান) বলিল, 'ইহা একটি স্বচ্ছ কাঁচ-খচিত মহল।' তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রাপের প্রতি যত্নম করিয়াছি, আমি সোলায়মানের সহিত সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'।

৪৬। এবং নিশ্চয় আমরা সামুদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহকে পাঠাইয়াছিলাম (এই বাণীসহ) যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।' তখন দেখ! সহসা তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল।

৪৭। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! কেন তোমরা কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণের জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়?'

৪৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের দরুন কুলক্ষণ প্রত্যাশ করিতেছি।' সে বলিল, 'তোমাদের কুলক্ষণের কারণ আল্লাহর নিকট আছে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে।'।

৪৯। আর সেই শহরে এমন নয়জন লোক ছিল যাহারা দেশে ফাসাদ করিয়া বেড়াইত এবং সংশোধন-মূলক কাজ করিত না।

৫০। তাহারা বলিল, 'তোমরা সকলে পরস্পর আল্লাহর কসম খাও যে, নিশ্চয় আমরা তাহার উপর এবং তাহার পরিজনদের উপর রাষ্ট্রিকালে আক্রমণ করিব, অতঃপর আমরা তাহার অভিভাবককে বলিব যে, আমরা তাহার পরিজনদের ধ্বংসের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নাই এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।'।

৫১। এবং তাহারা এক বিরাট চক্রান্ত করিল এবং আমরাও এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٤﴾

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَعَ سُلَيْمَانَ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ طرِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِرَقِيقٌ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالَ يَقُومُ لِمَ تَسْتَغِيثُونَ بِالْحَبِيبَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٧﴾

قَالُوا أَظَلَمْنَا بِكَ وَبِئْسَ مَعَكَ قَالَ طَرِحُوا عَنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْسِدُونَ ﴿٤٨﴾

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَعْثَةٌ يُفْتَسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿٤٩﴾

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٥٠﴾

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। অতএব তুমি চিন্তা করিয়া দেখ যে, তাহাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছিল! নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের গোটা জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ اَنَا دَمَرْنَهُمْ
وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩। সূতরাং (দেখ!) এই তো হইল তাহাদের গৃহসমূহ, বিরান অবস্থায় পড়িয়া আছে, এই জন্য যে তাহারা যুলুম করিয়াছিল। নিশ্চয় ইহাতে জানী জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ
لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং নৃত্যকেও (আমরা পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কেন অস্বীকৃত কাজ করিতেছ, অথচ তোমরা অবলোকন করিতেছ ?

وَلَوْ كُنَّا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। কী! তোমরাই এমন যে, নারীদিগকে ছাড়িয়া কামচরিতার্থে তোমরা পুরুষদের নিকট উপগত হইতেছে? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এমন এক জাতি যে, মূর্খের কাজ করিতেছ।

اِيْنَكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তখন তাহার জাতির ইহা বলা ব্যতিরেকে আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'তোমরা নৃত্যের পরিবারকে তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা এমন লোক, যাহারা পবিত্রতার বড়াই করে।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اَل
لُّوطُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। অবশেষে আমরা তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী বাতীত তাহার পরিবারের সকলকে রক্ষা করিলাম, এবং তাহাকে (নৃত্যের স্ত্রীকে) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে অবধারিত করিয়া দিলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ تَدْرِكُهَآ مِنَ الْغَيْرِ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) রুষ্টি বর্ষণ করিলাম; বস্তুতঃ যাহাদিগকে সতর্ক করা হয়, তাহাদের উপর অতি মন্দ রুষ্টিপাতই হইয়া থাকে।

وَاصْطَفٰنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَادًا مَّطَرُ السُّنْدَرِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। তুমি বল, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, এবং সদা শান্তি বর্ষিত হয় তাঁহার প্রে সকল বান্দার উপর যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করেন। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ না উহার, যাহাদিগকে তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ?

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ
اِنَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَشْرِكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। অথবা কে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে তোমাদের জন্য মেঘমালা হইতে বারি বর্ষণ করেন? অতঃপর আমরাই উহার দ্বারা সৃষ্টি বাগানসমূহ উদগত করি; তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে যে, তোমরাই ঐ সকল বাগানের রুক্সসমূহ উদগত কর। আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? কিন্তু তাহারা এমন এক জাতি যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) সমকক্ষ শরীক স্থির করিতেছে।

৬২। অথবা কে পৃথিবীকে অবস্থান স্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার মধ্য দিয়া নদনদীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং উহার উপর সৃষ্টি পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? প্রকৃত কথা এই যে, তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

৬৩। অথবা কে উদ্ভিন্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনে যখন সে তাহার নিকট দোয়া করে এবং (তাহার) কষ্ট দূর করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করিয়া দেন? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

৬৪। অথবা কে তোমাদিগকে স্থনের ও ভনের অন্ধকার রাশির মধ্যে উদ্ধারের পথ দেখান? এবং কে স্বীয় রহমত বর্ষণের পূর্বে শুভ সংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্‌ উহা হইতে বহু উর্ধ্বে।

৬৫। অথবা কে প্রথম সৃষ্টির উদ্ভব করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করেন? এবং কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে রিস্ক দেন? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বুদ আছে? তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

৬৬। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কেহই অদৃশ্য বিষয় অবগত নহে; এবং তাহারা জানে না যে কখন তাহাদিগকে পুনরুদ্ভূত করা হইবে।'

৬৭। বরং প্রকৃত বিষয় এই যে, পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া সিদ্ধান্তে; বরং তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে, বরং তাহারা ইহার সম্বন্ধে অন্ধ।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُشْجِرَهَا إِذْ أَلَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦١﴾

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاقِينَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَلِيلٌ ﴿٦٣﴾

أَمَّنْ يُهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُؤْخِذُ الْوَيْلَ بِشَرَّائِينَ يَدْرِي رَحْمَةُ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ ﴿٦٤﴾

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ قُلُّ مَا تُوَارِيهَاكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٥﴾

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَكَانَ بِبَعَثُونَ ﴿٦٦﴾

بَلِ ادْرَأْكَ عَنْهُمْ فِي الْأَخْزَارِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ وَنَهَا عَتُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হইয়া যাইব তখন কি (পুনরায়) আমাদেরকে (জীবিত করিয়া ভূমি হইতে) অবশ্যই বাহির করিয়া আনা হইবে ?

৬৯ । নিশ্চয় আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ইতিপূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহা শুধু পূর্ববর্তীদের কেচ্ছা-কাহিনী বাতীত আর কিছুই নহে ।'

৭০ । তুমি বল, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ যে, অপরাধীগণের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ?'

৭১ । এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে তুমি উহার জন্য কুণ্ঠিত হইও না ।

৭২ । এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (আমাদের) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

৭৩ । তুমি বল, 'তোমরা যে (শাস্তি) সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কতকাংশ তোমাদের পিছনে পিছনে চলিয়া আসিতেছে ।'

৭৪ । এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতীব অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ।

৭৫ । এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ঐ সব বিষয়ও জানেন যাহা তাহাদের বন্ধঃস্থল গোপন করিতেছে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে ।

৭৬ । এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু গোপন বস্তু আছে সবই সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে ।

৭৭ । নিশ্চয় এই কুরআন বনী ইসরাঈলের সম্মুখে অধিকাংশ এমন বিষয় বর্ণনা করে যাহাতে তাহারা মতভেদ করিতেছে ।

৭৮ । এবং নিশ্চয়ই ইহা মোমেনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত ।

৭৯ । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিজ হুকুম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিবেন; বস্তুতঃ তিনিই মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী ।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُكُمْ أَتَيْنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ

لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُكُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَكُونُونَ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

قُلْ عَمَّ أَتَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَكُمْ غَضٌ الَّذِي تَسْتَعْتِفُونَ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

وَلَا يَكْفُرُونَ لَكَ رَبُّكَ لَعَلَّكُمْ أَتَىٰ مَتَىٰ تَكُنْ صُورَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ

وَمَا مِنْ عَالِمٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يُفْصِّلُ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ ذَرِيعَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

৮০। সূতরাং তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর কান্নেম আছ।

৮১। নিশ্চয় তুমি এই আহ্বান মৃতগণকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরগণকেও শুনাইতে পারিবে না, (বিশেষ করিয়া) যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

৮২। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথপ্রষ্টতা হইতে বাহির করিয়া হেদায়াত দিতে পারিবে না। তুমি কেবল সেই সকল লোককে শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে; বস্তুতঃ তাহারা ইহা বিশ্বাসমর্পণকারী।

৮৩। এবং যখন তাহাদের বিরুদ্ধে (পূর্ববর্ণিত) কথা পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আমরা তাহাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রকার কীট বাহির করিব, যাহা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে এই কারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস করিত না।

৮৪। এবং (সম্মুখ কর) সেই দিনকে, যখন আমরা এমন প্রত্যেক জাতি হইতে, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত, এক একটি দল সমবেত করিব, এবং তাহাদিগকে (জওয়াবদিহির জন্য) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিনাস্ত করা হইবে।

৮৫। এমন কি যখন তাহারা তাহার সমীপে উপস্থিত হইবে, তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে অথচ তোমরা উহাকে পূর্ণভাবে জানায়ত্ত করিতে পার নাই? অথবা তোমরা কি কি কার্যকলাপ করিতে?'

৮৬। এবং তাহাদের যুলুমের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত সেই কথা পূর্ণ হইবে; ফলে তাহারা কথায় বলিতে পারিবে না।

৮৭। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, আমরা রাত্রিকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহার মধ্যে তাহারা বিশ্রাম করে এবং দিবসকে করিয়াছি জ্যোতির্ময় করিয়া? নিশ্চয় ইহাতে নো'মেন জাতির জন্য নিদর্শন আছে।

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ①

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا كَانُوا وَقَدْ أَمْسَوْا ②

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ أَنْ تَسْمِعَ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ③

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ④

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْهُمْ يَخِيبُوا بِلَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑤

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ يُحِطُوا بِهَا لَوْلَا أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ⑥

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَآ يُظْفِقُونَ ⑦

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسًا لِّكُلُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْشِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُفْقَهُونَ ⑧

৮৮। এবং সেই দিনকেও (সম্মরণ কর), যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন তাহারা বাতিরেকে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে অবস্থানরত সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেকেই তাহার সম্মুখে অনুগত হইয়া উপস্থিত হইবে।

৮৯। এবং তুমি পর্বতমানাকে দেখিতেছ, যেগুলিকে তুমি অচল মনে করিতেছ অথচ উহার মেষমালায় গতিতে অতিক্রম করিতেছে; ইহা সেই আল্লাহর শিল্পনৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরম নৈপুণ্যের সহিত মযবুত করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্য সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

৯০। যে ব্যক্তি সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহার প্রতিদান উহা অপেক্ষা উত্তম হইবে, এবং তাহারা সেইদিন সকল সন্তোষ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৯১। এবং যাহারা মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুন নিষ্ক্ষেপ করা হইবে, (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদিগকে কি তোমাদেরই কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় নাই?'

৯২। আমাকে কেবল এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি এই শহরের (মক্কার) প্রভুর ইবাদত করি, যিনি ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু তাহারই জন্য; এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি আব্রাহিমপূজারীদের অধ্বর্ত্ত্ব্য হই।

৯৩। এবং ইহাও যে, আমি যেন কুরআন পাঠ করিয়া শুনাই। অনন্তর যে হেদায়াত পাইবে, সে তাহার নিজের প্রাণের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাইবে, এবং যে পথভ্রষ্ট হইবে, তুমি (তাহাকে) বল, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।'

৯৪। এবং ইহাও বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি অচিরেই তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাইবেন, তখন তোমরা ইহা চিনিতে ও বুঝিতে পারিবে।' এবং তোমার প্রভু তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অমনোযোগী নহেন।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَفْعٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَةٍ ذُخْرٍ

وَرَكْعَةِ الْجِبَالِ تَخْسِفُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرُ مَرَّ السَّحَابِ مَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَى كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ آيُونَ

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

وَقُلِ الْخَسِرَةُ الَّذِينَ سَرَبُوا بِكُمُ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا فِي رُبِّكَ يُغَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ